রোদ্দুর এবং তুমি

রোদ্দুর এবং তুমি

ফারহানা চৌধুরী

উৎসর্গ

আমার প্রথম বই আমি উৎসর্গ করলাম আমার প্রিয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে। যারা আমাকে সবসময় ভালোবেসেছে, সবমুহূর্তে আমার পাশে থেকেছে। এই বই তাদের জন্যই। আর, সিনথিয়া সাবা, তোমাকে।

সেদিন সোমবার। প্রায় বছরখানেক আগে বিয়ের আসরে ফেলে আসা নিজের স্ত্রীকে, বছর খানেক পর নিজের সামনে দেখে চমকে গেল শুভ্র। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। বাবা-মায়ের জেদে বিয়ে করলেও বিয়ের পর বাড়ি ছাড়তে সময় নেয়নি সে। মেয়েটার মুখটুকুও ঠিক করে দ্যাখেনি। আজ এতগুলো বছর পর নিজের সামনে স্বীয় স্ত্রীকে দেখে যারপরনাই বিস্ময়ে থ মেরে গেল। তাকে এভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে তীব্র অস্বস্তি এসে জড়ো হলো অরুর মধ্যে। মেয়েটার মুখ এইটুকু হয়ে এল। কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা চামড়ার ব্যাগখানা চেপে ধরল নখ দিয়ে। চোখ সরিয়ে নিল। পাশ থেকে শুভ্রর বাবা আশরাফুল বললেন,

'কী রে? ভেতরে আসতে দিবি তো আমাদের। সর?'

শুভ্রের হুঁশ ফিরে এল। পাশ করে সরে দাঁড়াল। আশরাফুল তালুকদার লাগেজ-পত্তর নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে স্ত্রী মেরিনাকে বললেন,

'মেরি, অরুকে নিয়ে ভেতরে এসো।'

শুভ্রর মনে পড়ল, মেয়েটার নাম অরু। তার চোখ তখনো অরুর ওপর। মেয়েটা তার দিকে শুরুতে একবার তাকালেও এখন আর তাকাচ্ছে না। একবারের জন্যও না! শুভ্র অবাক হলো ভীষণ। নিজেকে সংযত করে সেও এই দফায় চোখ সরাল। বাবার হাত থেকে লাগেজ নিয়ে, তাদের বসতে বলে লাগেজগুলো বরাদ্দকৃত ঘরে রেখে এল। মেরিনা অরুকে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পর শুভ্র এল। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে চাইলে মেরিনা বললেন,

'কিচ্ছু করতে হবে না। তুই এদিকে আয়। বস তো একটু।'

শুভ্র গিয়ে মায়ের পাশে বসে মাথা এগিয়ে দিল। মেরিনা হেসে যখন তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, শুভ্র তখন আড়চোখে তাকাল অরুর দিকে। কখন থেকে গাঁট হয়ে বসে আছে মেয়েটা। এদিকও তাকাচ্ছে না, ওদিকও না। আজব! এমন করার কী মানে? এসব কেমন কাজ? আশরাফুল সাহেব এবার জিজ্ঞেস করলেন,

'ব্যবসার কি খবর? কেমন চলছে?'

শুভ্র বাবার দিকে তাকাল। বাবার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলল,

'ভালোই চলছে আলহামদুলিল্লাহ।'

আশরাফুল তালুকদারের ব্যবসাটা পারিবারিকভাবে। মূল শাখা বাংলাদেশে হলেও, আমেরিকাতে একটা ব্রাঞ্চ আছে তাঁদের। যার দায়িত্বে শুভ্র রয়েছে। মূলত এটা একটা ছুঁতো তার। ব্যবসা সামলানোর নামে দেশে না ফেরা। অরুর মুখোমুখি না হওয়া। মেরিনা হাজার বলে-কয়েও ছেলেকে বাড়িমুখো করতে পারেননি। শুভ্র আসার সময় বলেই দিয়েছিল, 'বিয়ে দিয়েছো, জোর করেছো; বিয়ে করেছি। এখন মেয়ে কি করবে, তোমরা বোঝো। আমাকে এই নিয়ে বলতেও আসবে না।' এমন বিশ্রি, তিক্ত কিছু কথা বলল, বড়ো কাণ্ড-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে শুভ্র বাড়ি ছেড়েছিল। এরপর আর খোঁজও নেয়নি বউয়ের। তা নিয়ে মেরিনার দুঃখের শেষ নেই। এতদিন বলে-কয়েও যখন ছেলেকে ফেরাতে পারেননি বউমার কাছে, এবার বউমাকেই নিয়ে এসেছেন ছেলের কাছে।

অরু সেই থেকে হাত কচলে যাচ্ছে সমানে। না কিছু করছে, না কিছু বলছে। এত অস্বস্তি হচ্ছে, তা বলার বাইরে! এই লোকটাকে তার কতটা অপছন্দ তা শুধু সে আর ওপরওয়ালা ব্যতীত বোধহয় কেউ জানে না। যেভাবে বিয়ের দিন তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল, তারপর তাকে কত কথা শুনিয়েছে পাড়া-প্রতিবেশী তা সকলে জানে। তবে সে কেমন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তা তার চেয়ে ভালো আর কেউই জানে না। এতসবের জন্য এই লোককে অরু মাফ করবে? কক্ষনো না! অরু মরে গেলেও এই লোকের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারবে না। যাকে দুচোখে দেখতে পারে না, সহ্য করতে পারে না; তার সঙ্গে কীসের সংসার করবে? মরে যাবে তো সে! অরু তপ্ত শ্বাস ফেলল। স্কলারশিপে দেশের বাইরে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। হোস্টেলে থেকে পড়ার কথা থাকলেও, আন্টির জন্য হয়ে ওঠেনি। তিনি তার কথা কেন শোনেননি কে জানে! জোর করে তাকে নিয়ে তো এসেছেন এখানে, এখন সে কী করে থাকবে তা শুধু মেরিনাই জানেন। যদি শুভ্র তাকে আংকেল-আন্টি চলে যাওয়ার পরে বের করে দেয়? অরু কোথায় যাবে তখন? কি বিশ্রি ভাবনা! অবশ্য শুভ্রর দ্বারা এমন কিছু হতেও পারে। অস্বাভাবিক নয় বটে। অরুর মতে—যেই লোক বিয়ের আসরে বউ রেখে দেশ ছাড়তে পারে, সে সব করতে পারে। স-ব!

'অরু?'

মেরিনার আচমকা ডাকে অরু চমকাল। ঘোর কাটল। তাকাল মেরিনার দিকে,

'হ-হ্যাঁ?'
'কি হয়েছে? কতক্ষণ ধরে ডাকছি।'
অরু মাথা নাড়াল,
'কিছু না তো।'
'ফ্রেশ হবে না?'
'হ্যাঁ, হবো।'
'আচ্ছা, তুমি শুভ্রর সঙ্গে যাও। ও তোমাকে ওয়াশরুম দেখিয়ে দেবে। আমরাও ফ্রেশ হতে যাচ্ছি। আশরাফ? চলো।'
মেরিনা চোখের ইশারায় কিছু বললে আশরাফুল সাহেব বলে বসলেন,
'হ্যাঁ। চলো, আমরা যাই। অরু, মা, তুমিও যাও। শুভ্র, ওকে নিয়ে যাও।'
আশরাফুল সাহেব মেরিনাকে নিয়ে নিজেদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘরে চলে গেলেন। মাঝ থেকে থ বনে গেল অরু আর শুভ্র। হুট করে এভাবে বলে এভাবে চলে গেল? আজব! অরু উপায়ন্তর না পেয়ে শেষমেশ ইতস্তত বোধ করেই উঠে দাঁড়াল।
শুভ্র একবার তার দিকে তাকাল। তারপর গটগট করে হেঁটে গেল ঘরের ভেতরে। অরু হাঁ করে তাকাল। লোকটার সমস্যা কি? অরুর মেজাজ খিঁচড়ে এল। সে উপায়ন্তর না পেয়ে শুভ্রর পিছু পিছু দ্রুত গেল ঘরের ভেতর। শুভ্র দাঁড়িয়ে পড়ল। একদম হুট করে দাঁড়িয়ে পড়ায় শুভ্রকে অনুসরণ করে আসা অরু তাল মেলাতে পারল না। ফলস্বরূপ বেচারির কপালসহ নাক ঠুকে গেল শুভ্রর শক্তপোক্ত পিঠে। অরু নাক ঘষতে ঘষতে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুভ্র ভ্রু কুঁচকে পিছে তাকিয়ে অরুকে দেখেই কেমন দূরে ছিটকে সরে গেল। আঙুল তুলে দ্রুত বলে উঠল,
'পিছে পিছে পিছে।'
অরু ভ্রু কুঁচকে তাকায়। দুকদম পিছে গিয়ে দাঁড়ায়। শুভ্রর দিকে তখনো তাকিয়ে আছে সে। শুভ্র গিয়ে একটা তোয়ালে নিয়ে এসে অরুর হাতে ধরিয়ে বলল,
'আমার থেকে দূরে দূরে থাকবে তুমি। দশ হাত দূরে তো মাস্টই।'
অরুর এবার ভ্রুযুগল আরো কয়েক ডিগ্রি বেঁকে এল, এই পর্যায়ে,
'কেন ভাই? কীসের জন্য দূরে দূরে থাকব?'
শুভ্র হতবাক,
'ভাই?'

অরু ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে দেখল ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। সে দরজা আটকে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুভ্র ঘর বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে তাকে। এটা তার ঘর। সে-ই থাকবে এখানে এখন থেকে। অরু বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেল। এ মাথা থেকে ও মাথা, ও মাথা থেকে এ মাথা। তারপর কিছু একটা মনে করে লাফিয়ে আবারও উঠে বসল।
আচ্ছা, শুভ্র তো তাকে বিয়ের সময় সেভাবে দ্যাখেনি, তবে আজ দেখে কি করে চিনল? অরু হাজার ভেবে-টেবেও কিছু খুঁজে পেল না। সে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। আধ মাথা বের করে উঁকি দিল বাইরে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে নীরবে খোঁজ চালাল মেরিনার। তখনই নজরে এল শুভ্র শার্ট পরিহিত শুভ্রকে। হাতে পানির বোতল নিয়ে এদিকেই আসছে। অরু চমকে গেল। সবার প্রথমে ধরাম করে দরজা লাগাল। তারপর ছুটে গিয়ে বিছানায় বসল। ওই লোকটাকে দেখলেও কেন যেন হাতের তালু শিরশির করে। কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে মন চায়। তার এখনো মনে আছে, মা একদিন হুট করে এসে তাকে বলেছিল, 'আজ তোমার বিয়ে। তৈরি হও শিগ্‌গির।'
তখন অরু কী পরিমাণ যে অবাক হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা থাকে না। তার বয়স তখন বড়োজোর ১৬ কি ১৭ বছর। এই বয়সেই মা-বাবা তার বিয়ের কথা ভাববে তা ছিল কল্পনাতীত। এমন নয় তারা আর্থিকভাবে খুব বাজে অবস্থায় ছিল। মোটেও না। অরুর বড়ো দুই ভাই বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত। বাবা সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। এজন্য রিটায়ার্ড হওয়ার পরেও একটা ভালো অ্যামাউন্ট তারা প্রত্যেক মাসেই পায়। তখন তো বাবা চাকরি করতেন। ভাইরাও চাকরি করত। অরু সকলের ছোটো হওয়ায়, তাকে আদরে রেখেই বড়ো করা হয়েছে। সেখানে এমন হুট করে এসে বিয়ের কথা বলবে মা, তা অরু ভাবতেও পারেনি। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল,
'কার সঙ্গে বিয়ে? কিসব বলছো?'
মা হেসে শুভ্রর কথা বলেছিলেন। শুভ্র তাঁর মায়ের বান্ধবীর ছেলে। মেরিনা আর অরুর মা সাবিনা ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। অরু শুভ্রর কথা শুনে

হতবাক হয়ে যায়। যেই লোকটাকে তার পছন্দ না তার বাজে ব্যবহারের জন্য, যে কি না বাইরের লোকের সঙ্গে সামান্য সুন্দর করে দু-চারটে কথা বলতে পারে না; এমন ছেলেকে অরু বিয়ে করবে তা মা-বাবা কী করে ভাবল? অরু তৎক্ষণাৎ 'না' বলে দিলে মা রেগে গেলেন। অরুকে ধমকালেও যখন দেখলেন মেয়ে তার কথায় অনড়, তিনি অরুর বাবা ফারুক সাহেবকে সব জানালেন। ফারুক মেয়েকে বোঝালেন, মেয়ে না মানলে কঠোর বাক্যে জানিয়ে দিলেন বিয়ের কথা। বিয়ে হবেই। শুভ্রর সঙ্গেই হবে। অরু ছলছল চোখে চেয়ে থাকলে তার বড়োভাই শাওন আর ছোটোভাই রায়হান মিলে বাবা-মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। ছোটোবোনের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা কোনো কাজ করতে নারাজ। তবে তারা তো তারা-ই। তাদের কথা গায়ে মাখলেনই না। তারা কথা দিয়েছে মেরিনা আর আশরাফুল তালুকদারকে। কত শখ করে চেয়েছেন তাঁরা তাঁদের মেয়েকে! না কি করে করতেন? অতঃপর পরদিন আসরবাদ শুভ্র আর অরুর বিয়েটা হয়েই গেল।

বিয়ে শেষে যখন শুভ্রর চলে যাওয়ার খবর শুনল সবাই তখন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এভাবে বিয়ের আসরে বউ রেখে চলে যাওয়া চারটেখানি কথা নয় নিশ্চয়ই? তার ওপর যখন অরুর কানে কথাগুলো গেল সে ভয়ানক রেগে গিয়েছিল। রাগের মাথায় ঘরে ভাঙচুর করতেও পিছপা হয়নি। মেরিনা আর আশরাফুল সাহেব তাদের কাছে ক্ষমাও চান ছেলের এমন, ব্যবহারে। তবে বিয়ে তো অস্বীকার করা যায় না, সেজন্য, অরুকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চান তাঁরা। শাওন আর রায়হান তৎক্ষণাৎ না করে দিল তাঁদের প্রস্তাবে। প্রথমত, অরুর মতের বাইরে বিয়ে হলো, এরপর শুভ্র দেশ থেকে চলে গেল, এখন কি হিসেবে বোনকে ওই বাড়িতে পাঠাবে তারা? মেরিনা আর আশরাফুল সাহেব, ফারুক সাহেবের কাছে বড়ো অনুনয় করেই বলেছিলেন,

'শুভ্রর এমন ব্যবহারে আমরা নিজেরাও কী বলব জানি না। ও এমন করবে, এসব আমরা ভাবতেও পারিনি। যা হয়েছে আমরা তাতে লজ্জিত। তবে বিয়ে তো অস্বীকার করা যায় না। আমরা অরুকে নিয়ে যেতে চাই। মেয়ে হিসেবে, বাড়ির বউ নয়। আমাদের কোনো মেয়ে নেই, অরুকে আমরা সেভাবেই দেখি। শুভ্রর জন্য আমরা নিজেদের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কী করে নষ্ট করি বলেন?'

ফারুক সাহেব আর সাবিনা ইতস্তত বোধ করলেও অরু এসে সবাইকে থামিয়ে দিল এক বাক্যে,

'আমি যাব আংকেল-আন্টির সঙ্গে।'

শাওন কপাল কুঁচকে তাকায় তার দিকে। রায়হান বলেই বসে,

'এসব কেমন কথা? যাবি বললেই হলো?'

অরুর তখন মা-বাবার প্রতি অভিমানে বিবেকবুদ্ধি খুইয়ে বসেছে। সে জেদ ধরে, সে যাবেই। থাকবে না এখানে। ভাইদের হাজার কথায়ও, সে তার জেদ অনড় থাকল। শেষমেশ তারা হার মানে। বোনের কথায় রাজি হলো। সেদিন অরু ঘর তো ছাড়েই, সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে বাবা-মায়ের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ। তাদের জেদেই তো তার এই অবস্থা। এখন তারাও থাকুক তাদের জেদ নিয়ে। মেয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বাঁচা-মরাকে তো কবেই কবর দিয়েছিল তারা। এখন মেয়ের থাকা না থাকাতে কীসের ফারাক?

দরজার ঠকঠক হওয়ার শব্দে অরুর ঘোর ভাঙে। তাকায় দরজার দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে দেখল শুভ্রকে। অরু ভ্রু বাঁকালে শুভ্র অপ্রস্তুত গলায় বলল,

'মা-বাবা ডাকছে তোমাকে। কী যেন বলবে।'

অরু চোখ সরাল। কোনো জবাব না দিয়ে শুভ্রর পাশ কাটিয়ে বের হয়ে গেল। শুভ্র ভ্রু কুঁচকাল। মেয়েটা একটু বেশিই অদ্ভুত না? অবশ্য এ স্বাভাবিকও একদিকে। শুভ্র তপ্ত শ্বাস ফেলল। অরুর পিছু পিছু গেল বাবা-মায়ের ঘরের দিকে।

অরু মেরিনা আর আশরাফুলের ঘরের সামনে এসে থামল। দরজা খোলা থাকলেও সে আওয়াজ করল। মেরিনা আশরাফুলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শব্দ পেয়ে তাকালেন এদিকে। অরুকে দেখে ডাকল ভেতরে,

'আরে! এসো, এসো। ভেতরে এসো।'

অরু ধীর পায়ে ঢুকল ভেতরে। মেরিনা তাকে নিজের পাশে বসালেন। অরুর পিছু পিছু শুভ্রও এল। শুভ্রকে দেখে আশরাফুল বললেন,

'তুই আমার কাছে আয়। এখানে বস।'

শুভ্র মেরিনার দিকে একবার তাকিয়ে বসল বাবার পাশে। অরুর মাথায় হাত বুলিয়ে মেরিনা বললেন,

'একটু ঘুমাতে হবে তোমার। চোখ-মুখের অবস্থা খুব ভালো না। রেস্ট নিও ঠিক করে।'

অরু বলল,

'ঘুমাব আন্টি। এখন আসছে না।'

শুভ্র তাড়া দিল,

'আম্মু, কি বলবে বলছিলে?'

মেরিনা তাকালেন স্বামীর দিকে। তারপর ছেলে আর বউমার দিকে চেয়ে সাবলীল স্বরে বললেন,

'আমরা কয়দিন পরেই দেশে ফিরছি। আর অরুও এখানেই থাকবে।'

'কি?'

একসঙ্গেই বলে উঠল শুভ্র-অরু। পরপর চমকে একে অন্যের দিকে তাকাল। অরু মেরিনার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল,

'এভাবে কী করে? মানে, আমি একা একা এখানে—'

অরু থেমে গেল। কিছু বলতে পারল না আর। শুভ্র বলল,

'এত তাড়াহুড়ো কীসের? কয়েকদিন ঠিকমতো থেকে তারপর যাও।'

মেরিনা ভ্রু বাঁকিয়ে তাকালেন। শুভ্র অস্বস্তি নিয়ে বলল,

'অ-অরুর ভালো লাগবে অন্তত। ও একা একা এখানে, তাই আর কি।'

আশরাফুল সাহেব এবার বলে বসলেন,

'তুমি এত ওর জন্য ভাবছো কবে থেকে?'

মুখের ওপর এমন করে বলে নিজেও অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। শুভ্র বিব্রত বোধ করল। অরুও চমকেছে ঢের। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার মেরিনা বললেন,

'নিজের বাড়ি রেখে এখানে আমার মন টানবে না। তা ছাড়া, মেহরাবও ওখানে একা জাফরের কাছে। পরীক্ষা চলার কারণে আনতেও পারিনি ওকে। অরুর পড়াশোনার ব্যাপার-স্যাপার, ক্যারিয়ারের কথা; তাই এখানে এসেছি ওকে দিয়ে যেতে। আশা করি তুমি এমন কিছু করবে না যাতে আবারও আমাদের মান-ইজ্জত ক্ষুণ্ন হয়।'

শুভ্র আশ্চর্য হলো,

'আম্মু। কেমন কথা বলছ এসব? আমি এমন কিছু কেন করব?'

'সেটাই।'

শুভ্র শ্বাস ফেলতে নিল তখনই তার শ্বাস আটকে দেওয়ার মতো কথা বলে উঠলেন আশরাফুল তালুকদার,

'অরু অ্যাডমিশন নেওয়ার পর, তুমি ওকে আমাদের অফিসে ইন্টার্ন হিসেবে নিয়ে নাও। যদি জব করতে পারে তবে এক্সপেরিয়েন্সের জন্য হলেও সে ফিউচারে ভালো জায়গায়, ভালো পজিশনে চাকরি করতে পারবে।'

শুভ্র পানি-টানি ছাড়াই বিষমটা খেয়ে বসল। চরম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল,

'হ্যাঁ? ইন্টার্ন?'

অরুও বেশ চমকেছে। প্রথমে একই বাড়ি, তারপর একই ওয়ার্কপ্লেস! কক্ষনো না! অরু মরে গেলেও এই সিদ্ধান্ত মানতে পারবে না। তবে থামাতে হবে তো। সে বলে উঠল,

'এখনই এসবের কি দরকার আংকেল? এখন আগে ভালো করে পড়ায় ফোকাস করি, তারপর—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগে মেরিনা বলে উঠল,

'তুমি থামো। না কোরো না। এখন থেকে ইন্টার্ন করলে কাজও শিখতে পারবে। পড়াশোনায়ও হেল্প হবে। ইজি হবে।'

অরু পড়ল ফ্যাসাদে। সে পুরোপুরি না তাকিয়ে, আড়চোখে তাকাল শুভ্রর দিকে। শুভ্র তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তেই অরু চোখ সরিয়ে নিল। তীব্র অস্বস্তিতে যখন সে জর্জরিত তখন শুভ্র গম্ভীর গলায় বলে উঠল,

'ঠিক আছে। যা বলবে।'

অরু তৃতীয় দফায় চমকে তাকায়। আশরাফুল তালুকদার হেসে উঠলেন। শুভ্র অরুর দিকে শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকে নীরবে, নিভৃতে ক্ষত-বিক্ষত করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অরু চোখ খিঁচিয়ে নিল। এখন একে সহ্য করবে কী করল, সে মাবুদ জানে!

এরপর সময় কাটল খুব দ্রুত। মেরিনা আর আশরাফুলের চলে যাওয়ার সময়ও চলে এল। তাঁরা তখন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে। ফ্লাইট কিছুক্ষণ পরেই। মেরিনা অরুর সঙ্গে রয়েছেন। আশরাফুলও আছেন। শুভ্র পানি আনতে গিয়েছে। মেরিনা হঠাৎ অরুকে বললেন,

'অরু, শোনো।'

অরু তাকায়,

'হ্যাঁ?'

মেরিনা বড়ো করে শ্বাস ফেললেন। অরুর হাত ধরে বলল,

'যা হয়েছে সবটা ভুলে পারলে তোমরা আবার সবকিছু ঠিক করে শুরু করো।'

অরু চমকাল না। চুপচাপ তাকিয়ে রইল মেরিনার দিকে। আশরাফুল তালুকদার পাশ থেকে বললেন,

'দ্যাখো, অরু মা, বিয়েটা কোনো ছেলেখেলা না। এটাকে নিয়ে এভাবে—'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অরু বলে বসল,

'ছেলেখেলা কি আমি বানিয়েছি আংকেল? আপনার ছেলে স্বেচ্ছায় যা করার করেছে। তার জন্য আজকে আমি এমন হয়েছি।'

অরু থামল। চোখ-মুখ কুঁচকে এসেছে তার। সে নিজেকে সামলে বলল,

'আপনারা, আমার মা-বাবা, সবার জোরাজুরিতে এই বিয়েটা হয়েছিল। আমাদের ইচ্ছেয় নয়। আপনাদের জন্য যে আমরা এমন একটা পরিস্থিতি দিয়ে যাচ্ছি, সেটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? আমি আপনাদের ছেলেকে সাধু বানিয়ে দিচ্ছি না। তারও দোষ আছে। অবশ্যই আছে। তবে, যেখানে আমার মা-বাবাই আমাকে বিয়ে দিয়ে তাদের কাঁধ হালকা করতে চেয়েছে, সেখানে উনি কে? ওনার থেকে বিগত কয়বছর ধরে যেমন আচরণ আমি পেয়েছি, সেখানে আমি তার সঙ্গে কী করে থাকব? আমার নিজেকে ছোটো মনে হচ্ছে আন্টি। এমন লাগছে যেন, আমি সবার কাছে বোঝা। আপনারা এমন কেন করেছিলেন? আমার জীবনটা কেন শেষ করে দিয়েছিলেন?'

মেরিনার প্রচণ্ড অদ্ভুত লাগল। হুট করে মনে হলো, এতদিন যা হয়েছে, মাঝ থেকে মেয়েটা পিষে গিয়েছে। তিনি কিছু বলতে চাইলেন। তখন শুভ্র এল পানির বোতল হাতে। কথা আটকে গেল মেরিনার। শুভ্র এসে দেখল সবাই চুপচাপ। চোখ-মুখের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। সে কপাল কুঁচকায়। ভেবে নেয়, মেরিনা আর আশরাফুল চলে যাচ্ছেন, এজন্যই এমন পরিবেশ। সে পানির বোতল এগিয়ে দিল মায়ের দিকে। মেরিনা উদাস ভঙ্গিতে তা নিলেন। তখনই এয়ারপোর্টে ঘোষণা শুরু হলো। সকলে নিজেদের ব্যাগ-পত্তর নিয়ে ছোটাছুটি লাগিয়েছে। মেরিনা আর আশরাফুল উঠলেন। অরুকে এক হাতে জড়িয়ে মেরিনা বললেন,

'ভালো থেকো। নিজের যত্ন নেবে, কেমন? আমরা পারলে মাঝে-মধ্যে আসব। আর শুভ্র কিছু বললে, আমাকে জানাবে। ওর ব্যবস্থা আমরা করব।'

শুভ্র ভ্রু উঁচিয়ে তাকাল,

'আম্মু!'

তার কথার ধার ধারলেন না মেরিনা। আশরাফুল অরুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,

'ভালো থেকো। সবকিছুর জন্য আমি মাফ চাইছি। যদি কখনো মনে হয়, তুমি এখানে শুভ্রর সঙ্গে সুখী নও; আমাকে জানিও। আমি নিজ দায়িত্বে তোমাকে নিয়ে যাব। তবে অরু, মা, একটু সময় দাও।'

অরু হাসার চেষ্টা করল। আশরাফুল ছেলের উদ্দেশে বললেন,

'ওর খেয়াল রেখো। আমি যেন আজেবাজে কিছু না শুনি।'

শুভ্র মাথা দোলায়। এরপর ধীরে ধীরে বিদায় সময় ঘনিয়ে এল। আশরাফুল আর মেরিনা বিদায় নিলেন। প্লেন টেক অফ করা পর্যন্ত অরু আর শুভ্র এয়ারপোর্টেই দাঁড়িয়ে রইল। এরপর ধীরেসুস্থে বেরিয়ে গাড়ির কাছে এল। তখনই শুভ্রর ফোন এল। সে বলল,

'গাড়িতে ওঠো। আমি আসছি।'

বলেই চলে গেল কিছুটা দূরে। অরু তাকিয়ে দেখল শুভ্র ফোন কানে চেপে কথা বলছে। পরনের সাদা শার্টের সঙ্গে ব্ল্যাক লেদার জ্যাকেটটাতে উদ্ভট লাগল তাকে বড্ড অরুর কাছে। অরু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ব্যাক সিটের ডোর খুলে বসে পড়ল। বিরক্তিতে মেজাজ তেতো হয়ে এসেছে। শুভ্র কিছুক্ষণ পর এসে অরুকে ব্যাকসিটে বসা দেখল। সে ভ্রু বাঁকাল তৎক্ষণাৎ। ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে গম্ভীর গলায় বলল,

'সামনে এসো।'

অরু সিটে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে বসেছিল। ওভাবেই বসে বলল,

'এভাবেই ঠিক আছি আমি।'

'আমি ঠিক নেই।'

অরু চোখ খোলে। কপাল কুঁচকে তাকায়,

'মানে?'

'আমি কারোর ড্রাইভার নই অরু। এভাবে আকার-ইঙ্গিতে অপমান করার কোনো মানেই হয় না। সামনে এসো। এক কথা এতবার বলতে পারব না।'

অরু হতবুদ্ধির মতো তাকাল। ব্যাকসিটে বসলে গাড়ি যে চালাবে তাকে ড্রাইভার হয়ে যেতে হবে? মানল সে, এমনই হয়। তবে, এখানে এত বেশি কথা বাড়ানোর কি খুব দরকার? অরু বিরক্ত চোখে তাকাল,

'একটা ছোটো জিনিসকে এতদূর টানার মানে কি?'

'মানে কিছুই না। যেটা বলেছি সেটা করো। নাহলে এখানেই থাকো। আমি বাসায় যাচ্ছি।'

অরু ক্ষ্যাপাটে চোখে তাকায়। গাড়ির দরজা খুলে সামনের সিটে বসে ধরাম করে দরজা লাগাল। রাগে ফুঁসছে সে। শুভ্র আড়চোখে তাকাল। গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতেই ফিচলে হাসল। পরপরই তা মিলিয়ে স্বাভাবিক মুখে গাড়ি চালাতে মনোযোগী হলো।